"মিষ্টি বাচ্চারা - এই জ্ঞানে পরিণত বুদ্ধির (গাম্ভীর্যের, maturity) গুণ ধারণ করা খুবই জরুরী, কখনোই নিজের অহংকার আসা উচিত নয়, মাতাদের রিগার্ড (সম্মান) রাখো"

*প্রশ্নঃ - সকল বাচ্চাদের প্রতি বাবার কি আশা রয়েছে? সেই আশা কবে পূরণ করতে পারবে?

*উত্তরঃ - বাবার আশা হলো -- বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ করুক, যাতে নর থেকে নারায়ণ হয়ে দেখাতে পারে। এতেই বাবাকে শো করানো হবে। এমন শো করাও যাতে বাবারও মহিমা হয় আর বাচ্চাদেরও মহিমা হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা যদি নর থেকে নারায়ণ হও তাহলে তোমাদেরও মন্দির তৈরী হবে আর আমারও মন্দির তৈরী হবে। এমন পূজ্য হওয়ার জন্য ফলো ফাদার করো। নিজের কাছে নিজেই প্রতিজ্ঞা করো - আমি সম্পূর্ণ ফলো (অনুসরণ) করবো।

*গীতঃ- যেই দিন থেকে তুমি - আমি মিলিত হয়েছি....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অনুভব করে এবং তাদের মনে আশাও জাগে যে, আমরা অবশ্যই নতুন দুনিয়ার জন্য সব নতুন কথাই শুনছি। আমাদের এই প্রীতি নতুন মনে হয়। পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে সম্মুখে আর কারোরই এমন প্রীতি হয় না। তাহলে এ তো নতুন কথা হলো, তাই না। তোমরা জানো যে, বাবা হলেন পতিত-পাবন। পুরানো দুনিয়াকে পতিত আর নতুন দুনিয়াকে পাবন বলা হবে। তাহলে তোমাদের প্রীতি এখন নতুন দুনিয়ার সঙ্গেই হবে। তোমরা একথা জানো যে, আমাদের প্রীতি এখন নতুন দুনিয়া, স্বর্গের সঙ্গে। তাকে শিবালয় বলা হয় আর একে বেশ্যালয় বলা হয়। বরাবর এখানে বিকারী মনুষ্য। সত্যযুগে সবাই নির্বিকারী, তাই তো শিবালয় বলা হবে, তাই না। শিববাবাই এই নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করেন। আর জানো, হংস হলো পুরানো দুনিয়াতে দেবতাদের চিত্র, যেই দেবতারা নতুন দুনিয়াতে থাকেন। ভারতবাসীরা তো সবাই ভুলে গেছে, তাই তারা তো হিন্দুস্থান বলে দেয়। হিন্দুস্তান আমাদের প্রিয়, হ্যাঁ, অবশ্যই প্রিয় ছিলো কিন্তু বাস্তবে হিন্দুস্থান নামই নয়। ভারতখণ্ড বলা হয়। বাচ্চারা তাই জানে যে, বরাবর এ নতুন কথা মনে হয়। এমন কথা কখনো শুনি নি। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ দুনিয়ার থেকে পৃথক। ভারতবাসীদের মন্দিরও অনেক আছে। ক্রিস্টানদের একটাই চার্চ হবে। তারপর তারা আলাদা- আলাদা চার্চ বানাবে। সত্যযুগে তো কোনো মন্দির থাকে না, কেননা সেখানে চৈতন্য দেবতাদের রাজত্ব চলতে থাকে। দেবতারা শিবালয় অর্থাৎ নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করতেন। তোমরা জানো যে, আমরা এখন নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি। এও কখনো মনে করো না যে, বাবা তো এই নতুন বাড়ি তৈরী করেছেন। বাস্তবে পুরানো দুনিয়াতে এও পুরানোই। আমাদের প্রীতি এখন নতুন দুনিয়ার প্রতি লেগে আছে। আত্মাদের পরমাত্মার প্রতি প্রীতি থাকে, যারা সম্মুখে বসে আছে। মনুষ্য মনে করে - ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের ব্রহ্মার সঙ্গে প্রীতি লেগে আছে। তোমরা জানো যে, আমাদের প্রীতি একমাত্র শিব বাবার সঙ্গে। দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তোমাদের নাম যদিও বি.কে, কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে কোনো প্রীতি নেই। এই ব্রহ্মা তো দেহধারী, তাই না। ইনি জনম - মরণে আসেন। তোমরা দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়বে না। ওই গুরুরা তো নিজেদের নাম সচ্চিদানন্দ রেখে দেয়, কিন্তু সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ তো একমাত্র পরমাত্মাকেই বলা হয়। আত্মা সৎ - চিৎ - আনন্দ রূপ, শান্ত রূপ, জ্ঞান রূপ ছিলো। আবার তোমরা এমন এই সঙ্গমেই তৈরী হও। বাবার মহিমা যেমন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর ....তোমরাও তেমন সৎ - চিৎ - আনন্দ রূপ। বীজ আর ঝাড়কে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। বরাবর এ হলো পাঁচ যুগ। এখন হলো সঙ্গম যুগ। এই সঙ্গম যুগকে দুনিয়া জানে না। যদি অল্প করে জানতেও পারে কিন্তু ডিটেলে জানে না যে, সত্যযুগে কে রাজত্ব করতেন ? কিভাবে রাজত্ব গ্রহণ করেছেন ? তোমরা এখন সেই রাজত্ব গ্রহণ করছো। পুনর্জন্ম গ্রহণ করে চক্রতে তো অবশ্যই আসতে হবে। সর্বদা স্বর্গে তো কেউ থাকতে পারবে না। স্বর্গ আর নরকের পরিচয় তোমরা এখন পেয়েছো। এখন হলো কলিযুগ, এরপর সত্যযুগ অবশ্যই হবে। তাহলে অবশ্যই সঙ্গম যুগে পরমপিতা পরমাত্মা এসেছিলেন। তাঁর মহিমাই আলাদা। এমন তো হয়ই না যে, একের মহিমা অন্যের হতে পারে। প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজের, সংস্কার নিজের, একের সঙ্গে কখনো অন্যের মেলে না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে আলাদা - আলাদা পার্ট। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে - আত্মা ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করে। তোমরা এমন নতুন কথা শোনো। ভগবান উবাচঃ - আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজার রাজা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী তৈরী করি। বাবা জিজ্ঞেসও করেন - তোমরা সূর্যবংশী নারায়ণ হবে, নাকি চন্দ্রবংশী রাম হবে ? তখন বলে থাকে - বাবা, এইম অবজেক্ট তো সূর্যবংশী হওয়ারই। নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই, তাই না। ব্যারিস্টার কেউ খুব ভালো, কেউ আবার অল্প কম হয়। কোনো সার্জন তো লাখ টাকা উপার্জন করে, কেউ আবার খুব অল্প উপার্জন করে। পড়ার

উপরই সব নির্ভর করে । তোমাদের মধ্যেও কেউ খুব উপার্জন করবে, সিংহাসনে বসবে । এ হলো অসীম জগতের ঈশ্বরীয় কলেজ। ওই কলেজে জগতের মানুষ পড়াশোনা করে । এ হলো অসীম জগতের কলেজ, যেখানে এতো পাস করবে। তাই তোমরা তো এখন এই নতুন কথা শোনো । তোমরা এখন বুঝতে পারছো - তোমাদের মতো অবলাদের বল দানকারী হলেন পরমপিতা পরমাত্মাই । তোমরা জানো কি, পরমপিতা পরমাত্মার থেকে আমরা কতো বল বা শক্তি অর্জন করি । আমরা হলাম ওয়ারিয়ার্স (যোদ্ধা)। আমরা তো যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। এ তো নতুন কথা, তাই না । গীতাতে পাণ্ডব আর কৌরবদের লড়াই দেখানো হয়েছে কিন্তু লড়াইয়ের তো কথাই নেই। প্রতিটি কথাই নতুন। শ্রীকৃষ্ণ তো নতুন দুনিয়ার অল্ফ (অল্লাহ / মালিক)। অল্ফ থেকে শুরু করে সবই নতুন কথা । নতুন দুনিয়ার অল্ফ বা মালিক হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, এরপর তাঁদের পরে তাঁদের বাচ্চারা । তাই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন সত্যযুগী মনুষ্য সৃষ্টির অল্ফ বা মালিক। এখানে মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা বা মালিক হলেন ব্রহ্মা । সর্বপ্রথম হলেন পরমপিতা পরমাত্মা অল্ফ বা মালিক। পরে তিনি ব্রহ্মাকে অল্ফ বানান। তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণকে অল্ফ বানান। এখানে তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলের। ব্রাহ্মণ কুলের বড় হিসাবে ব্রহ্মারই মহিমা আছে । ব্রাহ্মণ তো যদিও তিনিও কিন্তু ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের নাম কখনো শোনা যায় নি । গীতাতেও এদের নাম নেই। তাহলে নতুন কথা হলো, তাই না । ভারতকে হিন্দুস্থান বলার কারণে মানুষ হিন্দু ধর্ম বলে দেয় । নিজেদের প্রাচীন ধর্মের কোনো পরিচিতি নেই। যেমন দেবতা ধর্ম আর নেইই। নিজের ধর্ম না জানার কারণে মানুষ বলে দেয়, সর্ব ধর্মই এক। যদিও সব ধর্ম এখানে থাকতেই পারে, যে চাইবে সেই আসতে পারে, সবই ফ্রি । সব ধর্মকেই এখানে মান দেওয়া হয় । যেকোনো ধর্মের মানুষ এসেই এখানে থাকতে পারে । বাইরে দেখো, তারা অন্য ধর্মের মানুষদের বের করে দিতে থাকে । শ্রীলঙ্কা, বার্মা ইত্যাদি থেকে ইন্ডিয়ানদের বের করে দিতে থাকে । ভারত তো বাস্তবে প্রাচীন দেবী দেবতা ধর্মের। তারা (গভর্নমেন্ট) তো বলে, যে কেউ এসেই এখানে থাকতে পারে কিন্তু সবাই একসঙ্গে তো থাকতে পারে না । অন্য জায়গায় ধর্মের অনেক সংঘাত চলতে থাকে । ওরা বলে, ভারত হলো সর্ব ধর্মের আশ্রয়স্থল, তাই ভারতের এতো মহিমা । তোমরা এখন সবাই নতুন কথা শুনছো । এই সময় ভারতে দেবী - দেবতা ধর্মের কেউই নেই। আমরা সেই নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । শিব বাবা স্বর্গের রচনা করেন। এমনিতে তো সকলেই ব্রহ্মার সন্তান কিন্তু বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদেরই মহিমা আছে । তাদের কবে রচনা করেছিলেন ? অবশ্যই সঙ্গম যুগে রচনা করেছিলেন। বর্ণও খুব ভালোভাবে দেখাতে হবে । আমরা ব্রাহ্মণরা শিখা, তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র হই। এই জ্ঞান তাই অতি গুহ্য এবং রমণীয় । অতি কষ্টেই কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসতে পারে ।

বাচ্চারা, তোমরা এই জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ধারণ করো, কখনোই ব্রাহ্মণীদের প্রতি রুষ্ট হয়ো না । রুষ্ট হয়ে গিয়ে এই পড়া ছেড়ে দিওনা । নাহলে রসাতলে চলে যাবে । বাবা যখন শোনাতে এসেছেন, তখন তোমাদের শোনা উচিত। ভক্তি মার্গে গীতা শোনার জন্য কতো নিয়ম থাকে । ওরা তো সেই নিয়ম পালন করে শোনে । মন্দিরেও নিয়ম পালন করেই যায় । রোজ পাক্কা নিয়ম পালন করে । তোমাদের নিয়ম তো খুবই কড়া । প্রথমে এক - আধ মুহূর্ত, তারপর বৃদ্ধি করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । শিব বাবা কোনো বিচার সাগর মন্থন করেন না, তাঁর বিচার সাগর মন্থন করার দরকারই নেই। তোমাদের দরকার হয় -- কাকে কিভাবে বোঝাবো, সেইজন্য। তাই কখনোই রাগ করা উচিত নয় । একে অপরের প্রতি সম্মান রাখা উচিত। কোনো কোনো বাচ্চা মহারথীদের সম্মান করতে জানে না । যে ব্রাহ্মণীরা আছেন, তারা মুখ্য। । তারা ১০ - ১২ জনকে তো নিজেদের সমান তৈরী করে, তাই না । তাই তাদের সম্মান করা উচিত। তোমরা যেন শিব বাবার এজেন্ট। সব এজেন্টস তো এক রকম হয় না । নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই, তবুও তো এজেন্টস তো, তাই না । কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে ধারণা করে । রাতদিন সার্ভিসে তৎপর থাকে । শিব বাবাও তো এখানে সার্ভিসে এসেছেন, তাই না । বাবা বলেন, আমি ডবল কাজ করি । ভক্তদেরও আমি সার্ভিস করি । তোমরা জানো যে, সমস্ত দুনিয়াতে সাক্ষাৎ করানোর কর্তব্য কে করেন ? যদিও ড্রামাতে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে যে ওই সময় সাক্ষাৎকার হয় । মানুষ মনে করে গড ফাদার দিব্য দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, যেখানে - সেখানেই এই সাক্ষাৎকার হয় । এই সাক্ষাৎকারও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, এ বোঝার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। এ হলো নতুন কথা । এই সৃষ্টিচক্র তোমাদের বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকা উচিত। কারোর কারোর এই স্বদর্শন চক্র খুব ভালোভাবে, তীক্ষ্ণভাবে ঘুরতে থাকে, কারোর আবার কম। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী । তোমাদের বুদ্ধি নম্বরের ক্রমানুসারে সার্ভিসের জন্য চলতে থাকে । কারোর তো আবার স্বদর্শন চক্র ঘোরেই না । হওয়া তো লাগেই কিন্তু কারোর খুব তীক্ষ্ণ ঘুরতে থাকে, কারোর আবার কম ঘুরতে থাকে । কারোর তো আবার একদম ঘোরেই না । স্বদর্শন চক্র যদি না ঘোরে তাহলে কি পদ পাবে ? তাহলে এ তো নতুন কথা হলো, তাই না । বাবা তোমাদের বোঝাতে থাকেন, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে এখনই করো । না হলে পরে অনুতাপ করবে, কান্নাকাটি করবে । টিচারকে তো শো করাতে হবে, তাই না । এ হলো কতো বড় কলেজ। এখানে খুব ভালোভাবে পড়লে পদও ভালো প্রাপ্ত করতে পারে । তোমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে -- আমরা

সম্পূর্ণ ফলো (অনুসরণ) করবো । ফলো ফাদার-মাদার। এমনও নয় যে, ব্যারিস্টারের সন্তান ব্যারিস্টারই হবে । তা নয় । কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ কেউ তো আবার শয়তান বা ডাকাতও তৈরী হয় । বাবা বলেন - আমার শো করাতে হলে তোমরা নর থেকে নারায়ণ হয়ে দেখাও। তখন আমারও মহিমা হবে আর তোমাদেরও মহিমা হবে । তোমরাও দেবতা হবে । আমার মন্দির তৈরী হলে তোমাদেরও মন্দির তৈরী হবে । মুখ্য মন্দির হওয়া উচিত এক শিব বাবার। এরপর তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মা আর তাঁর সন্তানদের। দিলওয়াড়া মন্দিরে তো ভ্যারাইটি আছে, তাই না । এই হলো সবথেকে বড় স্মরণিক । তোমরা চৈতন্য অবস্থায় বসে আছো । শক্তিকে সিংহবাহিনী আর মহারথীকে হাতির উপর অধিষ্ঠিত দেখানো হয় । হাতিকে কুমির গিলে ফেলেছে । বাবার স্মরণ থাকে না, তাই মায়া কুমির গিলে ফেলে । খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া কুমির গিলে ফেলে । এতে অনেক পরিণত বুদ্ধির (maturity) প্রয়োজন আর 'আমি এই করছি' - এমন অহংকার আসা উচিত নয় । যতটা সম্ভব প্রতিটি বিষয়ে মাতাদের আগে রাখা উচিত। মাতাদের সম্মান করতে হবে । সব চাবি মাতাদের হাতে থাকা উচিত। মাতাদের দ্বারাই সমাচার আসা উচিত। হ্যাঁ, কোথাও আবার কন্যা বা মাতাদের থেকে কুমার হুঁশিয়ার হয় । তাদের তখন রায় লিখতে হবে । হুকুম সরকারের চললেও রাজ্য হলো রানীর। প্রথমে রানী, তারপর রাজা । প্রথমে গুরু মাতার প্রয়োজন। পুরুষের গুরু হওয়ার নিয়ম নেই। মায়েদের সামনে রাখা উচিত। নিয়ম এটাই বলে । যদিও কোথাও পুরুষ নিমিত্ত হয়, যারা মাতাদের জ্ঞানে নিয়ে আসে, কিন্তু মেজরিটি হলো মাতাদের। তোমাদের অহংকার আসা উচিত নয় যে - আমি সব জানি, আমি খুব হুঁশিয়ার। মাতাদের হুঁশিয়ার বানাতে হবে । মাতাদের দ্বারা সেন্টার ইত্যাদি চালাতে হবে । অন্তিম সময়ে সন্ন্যাসী ইত্যাদিদেরও মাতাদের বাণই লাগবে । তাই তোমাদের কায়দা মতো চলতে হবে । যারা পরমপিতা পরমাত্মার নিন্দা করে, তারা উচ্চ পদ লাভ করতে পারে না । বাবা সবাইকে সাবধান করেন। তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে । কারোর কথা যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দাও। ক্রোধ খুবই ক্ষতি করে । কেউ কেউ লেখে -- কামের থেকে ক্রোধকে কেন এগিয়ে রাখা হয় না? তা কিন্তু নয় । কাম তো আদি - মধ্য এবং অন্ত দুঃখ দেয় । পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবা -- এমনই গায়ন আছে । সন্ন্যাসীরা পাবন করতে পারে না । তাই তোমরা নতুন কথা শোনো, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান বসে তোমাদের পড়ান। তাঁকেই "শ্রী -শ্রী" বলা হয় । এরপর মনুষ্য সৃষ্টিতে 'শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাম, শ্রী সীতা' বলা হয় । আচ্ছা, এঁদের এমন শ্রেষ্ঠ কে বানিয়েছেন ? শ্রী শ্রী শিব বাবা । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেদের মধ্যে একমত হয়ে থাকতে হবে । একে অপরকে সম্মান দিতে হবে । রুষ্ট হয়ে কখনো এই ঈশ্বরীয় পড়া ছেড়ে দেবে না ।

২) ক্রোধ হলো অত্যন্ত ক্ষতিকারক, তাই যে কথা পছন্দ নয়, তা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে । ক্রোধ করবে না । তোমাদের খুবই মিষ্টি হতে হবে ।

বরদানঃ- বুদ্ধির দ্বারা শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভোজন স্বীকার করে সদা স্বচ্ছ হোলিহংস ভব

হোলিহংস কখনোই বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান মোতি ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করতে পারে না । ব্রাহ্মণ আত্মারা, যারা উচ্চ শিখা, তারা কখনোই নিচু কথা স্বীকার করে না । হোলিহংস অর্থাৎ সদা স্বচ্ছ, সদা পবিত্র, এই পবিত্রতাই হলো স্বচ্ছতা । হোলিহংস সঙ্কল্পও অশুদ্ধ করতে পারে না । সদা শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভোজন গ্রহণকারী হোলি হংস সদাই স্বাস্থ্যবান থাকে । তার উপরে কারোর প্রভাব পড়ে না ।

স্লোগানঃ- নিজের মনসার দ্বারা শান্তি কুণ্ডকে প্রত্যক্ষ করানো শান্তপ্রিয় আত্মা হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;